ভোরের কাগজ

JAN. 0 3 2000

তারিখ ... DEC ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ...

01

ময়মনসিংহে শহীদ জব্বারের নামে করা পাঠাগার দখলে সক্রিয় পীর

জাহাঙ্গীর আলম লিটন, ময়মনসিংহ থেকে : শহরের হরি কিশোর রায় রোডে অবস্থিত ভাষা শহীদ জব্বার শিশু-কিশোর পাঠাগারটি দখলের পাঁয়তারা চলছে। স্বঘোষিত 'পীর' নবাব আলী চিশতী জাল দলিলের মাধ্যমে উক্ত পাঠাগারটি দখলের ফন্দি-ফিকির চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্র জানায়, ময়মনসিংহ টাউন মৌজার সিএস ৯৫ নং খতিয়ানে অন্যান্য ভূমিসহ সিএস ৭৫৩ দাগে ২,৬৩০০ একর ভূমির একক মালিক দখলদার ছিলেন মুক্তাগাছা মহারাজা এ স্টেটের সাবেক জমিদার মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী। ১৯৫৫ সালে এল আর হলে মহারাজার জমিদারি এস এ এ্যাক্টের ২ নং অধ্যায়ের ৩ ধারার বিধান মতে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়। ১৯৬৫ সালে উক্ত দাগের হুকুম দখল ভূমি বাদে ০.৩০০০ একর ভূমি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হয় এবং সাবেক জমিদারের ভাড়াটিয়া ডা. জে এম কর ও রাধা সুন্দরী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা টগর চক্রবর্তীর নামে লিজ দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধের সময় তারা দেশ ছেড়ে চলে গেলে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উক্ত বাড়ির একাংশ নবাব আলী চিশতীকে লিজ প্রদান করা হয়।

লিজ গ্রহিতা নবাব আলী ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত যথারীতি লিজ মানি পরিশোধ করেন। কিন্তু ১৯৮৮ সালে নবাব আলী কৌশলে সাব-জজ আদালতের ২৩২/৭২ নং ভুয়া ডিক্রি মূলে .৯৩০০ একর ভূমির জাল আরজি, রায় ও ডিক্রি প্রদর্শন করে থানা ভূমি অফিসের কতিপয় কর্মচারীর যোগসাজশে ২৫ (XIII)/৮৭-৮৮ নং মিস মোকদ্দমামূলে রেকর্ড সংশোধনের কাগজপত্র তৈরি করেন। এই মামলার আরজি ও রায়ের নকল সরবরাহকারীদের দস্তখত ঐ সালের অন্যান্য সরবরাহকৃত রায়ের নকলের সঙ্গে মেলে না। এ ব্যাপারে ময়মনসিংহ অর্পিত সম্পত্তি বিভাগ কর্তৃক সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে নবাব আলীর বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলায় নবাব আলীর কাগজপত্র জাল, ভুয়া ও বানোয়াট প্রমাণিত হওয়ায় গত ১ সেপ্টেম্বর সরকার পক্ষে রায় ও ডিক্রি প্রদান এবং নবাব আলীর বিরুদ্ধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও সম্পত্তি আত্মসাতের দায়ে ফৌজদারী মামলা দায়ের করার আদেশ প্রদান করা হয়।

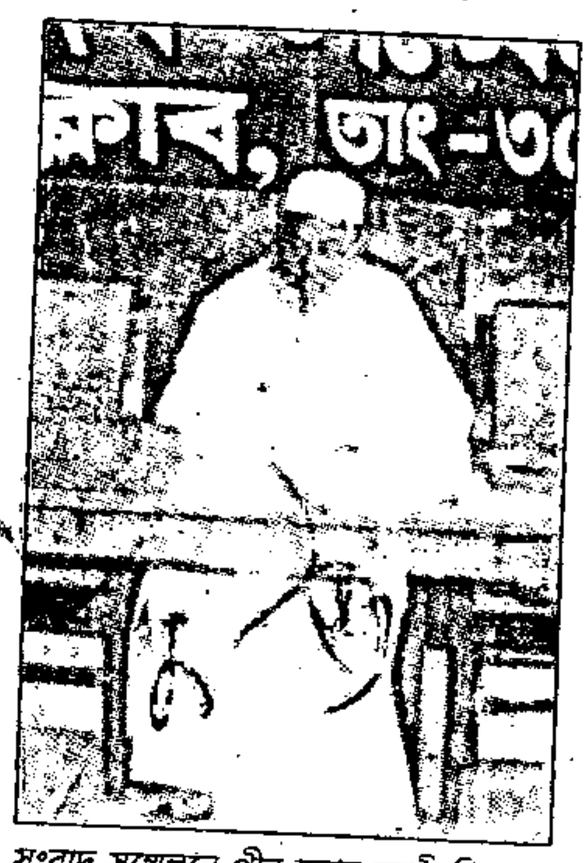

সংবাদ সম্মেলনে পীর নবাব আলী নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করেন —ভোরের কাগজ

এ পর্যায়ে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে অসামাজিক কার্যকলাপের হোতা বলে পরিচিত স্বঘোষিত পীর নবাব আলী চিশতীকে উচ্ছেদ করা হয়। এ সময় তার আস্তানা থেকে ধারালো অস্ত্র ও নেশা দ্রব্যও উদ্ধার করা হয়। জেলা প্রশাসন পরে ময়মনসিংহবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা সৈনিক শহীদ আব্দুল জব্বারের নামে উক্ত স্থানে শহীদ আব্দুল জব্বার শিশু-কিশোর পাঠাগার নির্মাণ করেন। গত ৭ ডিসেম্বর এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাংসদ শামসুল হক।

এদিকে শহীদ আব্দুল জব্বার শিশু-কিশোর পাঠাগারটি পুনরায় দখল করার জন্য পীর নবাব আলী নতুন করে ভুয়া কাগজপত্র তৈরির মাধ্যমে দখল পাঁয়তারা শুরু করেছেন।

এদিকে পীর নবাব আলী তার বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, ১ সেপ্টেম্বর নিম্ন আদালতের ঐ রায়ের পর ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করেন। আদালত আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। 'খাজা বাবার দায়রা শরিফের' কর্ণধার নবাব আলী নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সৈনিক দাবি করে গত ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আদালতের আদেশ সত্ত্বেও তাকে ২৬ সেপ্টেম্বর অবৈধভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে।